মহাবীর-বিবেকানন্দ

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে ১৮৯৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, ''দাদা, মায়ের [শ্রীমা সারদা দেবী] কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' '' অর্থাৎ রামচন্দ্র আবার কে? সীতাই আমার সব। এ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি স্মরণে আসে : ''ভক্তি-উন্মাদ আছে। যেমন হনুমানের। সীতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে রামকে মারতে যায়।''[১] ওই চিঠিতেই স্বামীজী লিখেছেন, ''রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ!'' বিচার-বিবেচনা করে তিনি মাকে গ্রহণ করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতারবরিষ্ঠ' মানতে তাঁকে ছয় বছর সংগ্রাম করতে হয়েছিল কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে তাঁর সহজ স্বীকারোক্তি—''দাদা, ঐ যে বলছি, ঐখানটায় আমার গোঁড়ামি।''

পাশ্চাত্য থেকে ফিরে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে স্বামীজী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বলেছেন, ''মা, আপনার আশীর্বাদে এ যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরি জাহাজে চড়ে সে মুলুকে গিয়েছি...।''[২] সত্যবাক্ ঋষির এই উক্তিতে মায়ের প্রতি তাঁর সীতাদৃষ্টি ও নিজের প্রতি দাস্যভক্তির বিগ্রহ মহাবীর-দৃষ্টি পরিস্ফুট। তাঁর অপর একটি উক্তি : ''তারক ভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ করে পগার পার, এই বুঝ।'' 'হুপ্ করে পগার পার'—এই উক্তিতে তিনি নিজের সঙ্গে মহাবীর হনুমানের সাদৃশ্যের ইঙ্গিত করেছেন। তিনি দর্শন করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রের উপর দিয়ে যেতে যেতে তাঁকে পাশ্চাত্যগমনের ইঙ্গিত করছেন, তবু স্বামীজী আমেরিকা যাওয়ার আগে শ্রীশ্রীমার অনুমতি-জ্ঞাপক চিঠির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

লঙ্কায় ক্রুদ্ধ রাবণের নির্দেশে রাক্ষসেরা হনুমানের লেজে আগুন ধরিয়ে সেই সংবাদ যখন জানকীকে জানাল, তখন সীতা দেবী অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—''যদি আমার পাতিব্রত্য থাকে, তাহলে আপনি হনুমানের প্রতি শীতল হোন। যদি সেই ধীমান রামের আমার প্রতি করুণা থাকে, যদি আমার ভাগ্য এখনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আপনি হনুমানের প্রতি শীতল হোন।'' (বাল্মীকি রামায়ণ, ৫।৫৩।২৭) অগ্নিসংযোগেও হনুমান যখন উষ্ণতার পরিবর্তে শীতলতা অনুভব করলেন, তখন তিনি বুঝেছিলেন সীতা দেবীর কৃপাতেই এই অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটল। আমাদের মনে পড়ে যায়

সহ সম্পাদিকা, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

স্বামীজীর বিশ্বাসের কথা। অজানা-অচেনা নির্বান্ধব বিদেশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বহন করে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি অনুভব করেছিলেন, ''মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বড়।'' ''সেখানে [আমেরিকায়] আমি যে বিরাট সম্মান ও সাফল্য লাভ করেছি, তা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে, শুধুমাত্র মার আশীর্বাদের শক্তিতেই সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।''[৩] এ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় : ''[স্বামীজীর] রাজার মতো চেহারা, ঠাকুরঝির পায়ে লম্বা হয়ে পড়লো; জোড়হাতে বলল—'মা, সাহেবের ছেলেকে ঘোড়া করেছি তোমার কৃপায়।''[৪] যেন রাক্ষসদের নাস্তানাবুদ করে এসে হনুমান মা জানকীকে প্রণাম করছেন।

শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে স্বামীজী হৃদয় উজাড়-করা শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে বলেছিলেন, ''মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে। শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ওই একটিই, আর দ্বিতীয় নেই।'' একথাই তাঁর মুখে আবার শুনতে পাই সীতার কথা বলার সময় : ''তোমরা জগতের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পারো, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পারো, কিন্তু তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, আর একটি সীতার চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতাচরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র একবারই চিত্রিত হইয়াছে, আর কখনও হয় নাই, হইবেও না।''[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে রামমন্ত্রে দীক্ষা দেন। তা নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং শিব বলেও হতে পারে (শিব সর্বদা রামনামে মেতে থাকেন) আবার মহাবীরের অংশজাত বলেও হতে পারে। জানা যায়, কাশীপুরে একদিন তীব্র অধ্যাত্মপ্রেরণায় নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যা থেকে সমস্ত রাত 'রাম রাম' বলতে বলতে উন্মাদের মতো বাড়ির চারদিকে, বাগানে ভাবের ঘোরে ঘুরতে থাকেন।[৬] শ্রীরামচন্দ্র ও মা জানকীর ওপর আবাল্য তাঁর ভালবাসা। 'বিয়ে করা খারাপ' —সহিসের এই কথা শুনে শৈশবে রামসীতার মূর্তি ছুঁড়ে ফেলে দিলেও আজীবন তাঁরা তাঁর প্রাণের দেবতা। শ্রীরামকৃষ্ণের এক জন্মতিথির দিন, বেলুড় মঠে স্বামীজীকে সন্ন্যাসীরা মনের সাধে শিবের বেশে সাজালেন। স্বামীজী পদ্মাসনে বসে মধুরস্বরে গাইতে লাগলেন, 'কূজন্তং রামরামেতি'। শেষে হাতে তানপুরা নিয়ে কেবল 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' উচ্চারণ করতে লাগলেন ভাবাবিষ্ট হয়ে—প্রায় আধঘণ্টা। তারপরে ভাবের ঘোরে গাইতে লাগলেন, 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ'।[৭]

স্বামীজী তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রে সশক্তিক রামচন্দ্রের বর্ণনা করে বলেছেন—তিনি 'জানকীপ্রাণবন্ধঃ'; জ্ঞানস্বরূপ রামচন্দ্রের দেহ ভক্তিস্বরূপিণী সীতার দ্বারা আবৃত—'ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ'। রামচন্দ্রই এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ, জননী সীতাই শ্রীশ্রীমা—আর স্বামীজী তাঁদের 'জন্মজন্মান্তরের দাস।' তাই প্রণাম নিবেদন করেছেন : 'সশক্তিক নমি তব পদে'।

তথ্যসূত্র

১। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১, পৃঃ ৫৬৬

২। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২, পৃঃ ২০২

৩। *Prabuddha Bharata*, Vol. LVII, 1952, p. 410

৪। দ্রঃ স্বামী সারদেশানন্দ, *শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৯, পৃঃ ৩১

৫। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৮, ২০০০, পৃঃ ১১৪

৬। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, খণ্ড ৩, ২০০১, পৃঃ ৭৪-৭৫

৭। দ্রঃ তদেব, খণ্ড ১, পৃঃ ১৬০